सत्यमेव जयते

নতুন কৃষি আইনে অগ্রাধিকারের তালিকায় কৃষকরাই প্রথম

সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

- **আর্থিক উদারীকরণ সত্বেও কৃষিকার্যও অন্যান্য সেক্টরের মধ্যে বৈষম্য**
- বিক্ষিপ্ত ও অপর্যাপ্ত বাজারে অতিরিক্ত ফি ও চার্জ
- অপ্রতুল পরিকাঠামো এবং সহায়তা/ঋণ
- তথ্যের অপ্রতুলতা ও অসমতা
- লাইসেন্স প্রদানের সীমাবদ্ধতা

কৃষি পণ্যের ব্যবসা এবং বাণিজ্য (উৎসাহপ্রদান ও সহযোগিতা) আইন, ২০২০

- ন্যায্য মূল্যে কৃষি পণ্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য **পছন্দের স্বাধীনতা**
- APMCs সীমানার বাইরে কার্যকরী, স্বচ্ছ ও বাধাহীনভাবে আন্তঃ ও অন্তঃ রাজ্য ব্যবসা ও বাণিজ্য
- APMCs ও কার্যকরী থাকবে - এই আইন কৃষকদের পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত বাজারের সুবিধা দেবে
- **ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ওপর কোন প্রভাব পড়বে না**
- বিক্রয়ের দিন বা বিক্রয়ের ৩ দিনের মধ্যে কৃষককে পণ্যের দাম মিটিয়ে দিতে হবে
- অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে

কৃষকের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে মূল্য সুনিশ্চিতিকরণ (সশক্তিকরণ ও সুরক্ষা) ও কৃষি পরিষেবা আইন, ২০২০

- কৃষি পণ্য ক্রয় ও ফসল সংগ্রহের আগে খামার পরিষেবা প্রদানের জন্য কৃষক ও স্পন্সরের মধ্যে চুক্তির জন্য আইনি কাঠামো
- কেন্দ্রিয় সরকার আদর্শ কৃষি চুক্তির জন্য নিয়মাবলী ও দিকনির্দেশ তৈরি করেছে
- চুক্তিপত্রে পরিষ্কারভাবে পণ্যের মূল্যের উল্লেখ থাকবে
- **কৃষক ও ক্রেতা উভয়েরই অধিকার সুরক্ষা** বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংশোধন) আইন, ২০২০

কেবলমাত্র বিশেষ অবস্থায় কার্যকরী :

- ➢ যুদ্ধ
- ➢ দুর্ভিক্ষ
- ➢ অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি
- ➢ প্রাকৃতিক বিপর্যয়

● **উদ্যানজাত ফসলের ক্ষেত্রে খুচরো মূল্যের ১০০ শতাংশ ও পচনশীল নয় এমনসব পণ্যের ক্ষেত্রে খুচরো মূল্যের ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি হলে তবেই মূল্য বৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে পণ্য মজুৎকরণের সীমায় বাধানিষেধ আরোপ করা হবে**

কৃষি সংস্কারের উপযোগিতা

- •একক সমন্বিত বাজার
- •কৃষকের ইচ্ছেমত যেখানে খুশি ও যাকে খুশি পণ্য বিক্রয় করার স্বাধীনতা
- •APMC গুলির একচেটিয়া আধিপত্য বিলোপ
- •ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সবসময় কৃষকের জন্য সুরক্ষার কাজ করবে
- •আইনি পরিকাঠামো কৃষকের অধিকার রক্ষায় কাজ করবে
- •বাজারের ফি ও চার্জ ইত্যাদি কম হবে এবং অধিক মূল্য পাওয়া যাবে
- •খামারের নিকটবর্তী জায়গায় পরিকাঠামোর উন্নতি হবে
- •চুক্তি চাষ অধিক বিক্রয়মূল্য নিশ্চিত করবে ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সাথে যোগাযোগ আরও উন্নত হবে

ছোট ও ক্ষুদ্র চাষিদের জন্যও চাষ লাভজনক হবে

কৃষিতে সংস্কারের উপযোগিতা

	সংস্কারের পূর্বে	সংস্কারের পরে
১	•কেবলমাত্র APMC মান্ডিতেই কৃষি পণ্য বিক্রয় করা যাবে। •দালাল বা ফড়েদের আধিপত্য ছিল।	•APMC মান্ডি বা ইচ্ছেমত যেকোন জায়গায় বিক্রয় করার স্বাধীনতা থাকছে। •একাধিক জায়গায় বিক্রয় করার সুবিধা থাকছে।
২	•মান্ডিতে পণ্য নিয়ে আসার পর কৃষককে যে দাম দেওয়া হত তাই নিতে হত।	•এখন দাম নিয়ে দর কষাকষির সুবিধা থাকছে, তাও নিজের বাড়িতে বসেই।
৩	•ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই মান্ডির ভাড়া, কমিশন ও অন্যান্য মূল্য দিতে হত।	•এখন কোন প্রকার ভাড়া, কমিশন ও অন্যান্য চার্জ দিতে হবে না। •ক্রেতা ও বিক্রেতার পক্ষে এটা বেশ লাভের এবং সাশ্রয়ী
৪	•অধিক দাম • বিক্ষিপ্ত বাজার •বহুসংখ্যক মধ্যস্থাতাকারী বা দালালের শৃঙ্খল	•গ্রাহকের মূল্যে উৎপাদকের ভাগ বেশি •রসদের কম খরচ •দালালের সংখ্যা অনেক কম বা একেবারে নেই
৫	•গ্রামীণ যুবক যুবতীরা কৃষি পণ্যের ব্যবসা করতে পারত না	•গ্রামীণ যুবক যুবতীরা এখন কৃষি পণ্যর ব্যবসা করতে পারবে
৬	•মধ্যস্থাতাকারী বা দালাল ছাড়া সরাসরি ক্রেতাকে বিক্রয় করা সম্ভব না	•এখন মধ্যস্থাতাকারী বা দালাল ছাড়াই কৃষকরা সরাসরি ক্রেতাকে বিক্রয় করতে পারবে এবং অধিক আয় সম্ভব হবে

	সংস্কারের পূর্বে	সংস্কারের পরে
৭	অনেক রাজ্যে APMC মান্ডির এর বাইরে ফল ও সব্জি বিক্রয় করা যেত	এই সুবিধার সম্প্রসারন ঘটলে সকল কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এখন সারা দেশে সব ধরনের কৃষি পণ্য বিক্রয় করা যাবে
৮	ক্ষুদ্র জমির মালিকদের উৎপাদনের পরিমাণ কম। তাই বাজারে দর কষাকষির ক্ষমতা ছিল না	সব ধরনের আধুনিক জিনিসপত্র, পরিষেবা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করার সুযোগ বাড়বে যাতে আর্থিক ক্ষতি না হয় অ ঝুঁকি কমে কৃষি উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি (FPO) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সংগঠিত যাতে কৃষকদের দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ে করবে
৯	চুক্তি চাষ শুধুমাত্র কিছু অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তা মূলত আমলাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো	কৃষকদের জন্য সুবিধাজনক শর্তে চুক্তি হবে কৃষকরা চুক্তির ভিত্তিতে পূর্বনির্ধারিত লাভজনক মূল্য পাবে
১০	কৃষকরা মুলয় শৃঙ্খল বা ভ্যালু চেইন এর অংশ ছিল না	এখণ কৃষকরা এই ভ্যালু চেইন এর অংশীদার হতে পারবে
১১	বহুসংখ্যক মধ্যস্থতাকারী ও নিম্নমানের রসদের জোগান প্রক্রিয়ার জন্য রপ্তানি পদ্ধতি প্রতিযোগিতাহীন হয়ে পড়েছিল	রপ্তানি পদ্ধতি এখন প্রতিযোগিতামূলক হওয়ায় কৃষকরা লাভবান হবে

কৃষকদের কাছ থেকে কৃষি উৎপাদন সামগ্রীর ক্রয় বৃদ্ধি

•২০০৯-'১০ থেকে ২০১৩-'১৪ বছরের তুলনায় বিগত শেষ ৫ বছরে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের জন্য কৃষকদেরকে প্রদত্ত টাকার পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে –

- **ধানের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে ২.৪ গুণ** **(৪.৯৫ লক্ষ কোটি টাকা)**
- **ডালশস্যের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৫ গুণ** **(৪৯ হাজার কোটি টাকা)**
- **তৈলবীজ ও কোপরা (নারকেল) -র ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ গুণ** **(২৫ হাজার কোটি টাকা)**
- **গমের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে ১.৭৭ গুণ** **(২.৯৭ লক্ষ কোটি টাকা)**

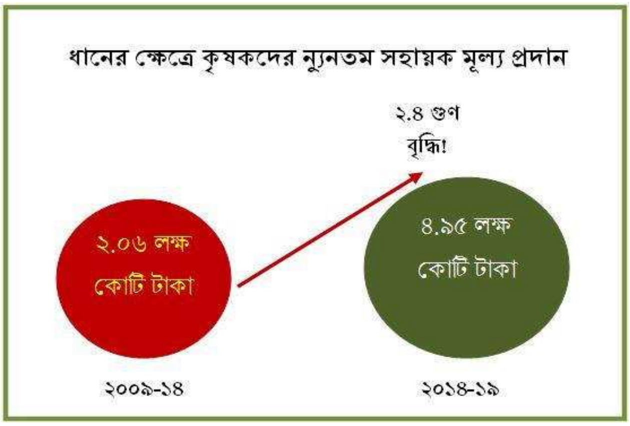

প্রচলিত ধারণা বনাম বাস্তব

প্রচলিত ধারণা	বাস্তব
কৃষি আইন থেকে কৃষকদের কোন লাভ হবে না	কৃষকরা তাঁদের পছন্দমতো ক্রেতার কাছে তাঁদের নিজেদের নির্ধারিত মূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয় করতে পারবেন
কৃষকদের কৃষি আইন সম্পর্কিত কোন বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ নেই	নতুন কৃষি আইনে বিরোধ নিষ্পত্তির সম্পূর্ণ সুযোগ আছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অল্প খরচে স্থানীয়ভাবে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটরা (SDM) এই কাজ করবেন
কৃষকরা সময়মতো তাঁদের বিক্রীত সামগ্রীর দাম পাবেন না	কৃষিপণ্য বিক্রির দিন অথবা তার ৩ দিনের মধ্যে ক্রেতাগণ কৃষকদেরকে তাদের বিক্রিত কৃষিপণ্যের মূল্য মিটিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন
কৃষক সংগঠনগুলোর কোন লাভ হবে না	সকল কৃষক সংগঠনগুলিকে "কৃষক" বলেই ধরা হবে এবং সেগুলি কৃষকদের মতো একই ধরণের সুবিধা পাবে
ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আর বহাল থাকবে না	ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ব্যবস্থা আগের মতোই বহাল থাকবে

প্রচলিত ধারণা বনাম বাস্তব

প্রচলিত ধারণা	বাস্তব
কৃষিপণ্য বিপণন কমিটি (APMC) গুলি পরিচালিত কৃষিমান্ডির বাইরে কৃষকদের পণ্যসামগ্রী বিক্রির জন্য লাইসেন্স প্রয়োজন হবে	কৃষকরা কোনরকম রেজিস্ট্রেশন বা বিনিময় চার্জ ছাড়াই মান্ডিগুলির বাইরে যারা কৃষিপণ্যের সর্বাধিক মূল্য প্রদান করবেন, তাঁদের কাছে কৃষিপণ্য বিক্রি করতে পারবেন
কৃষিপণ্য বিপণন কমিটি (APMC) পরিচালিত কৃষিমান্ডিগুলি ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যাবে	মান্ডি ব্যবস্থা আগের মতোই বহাল থাকবে
এই আইনের মাধ্যমে রাজ্য সরকার পরিচালিত কৃষিপণ্য বিপণন কমিটি (APMC) গুলির অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে	এই আইনের মাধ্যমে APMC আইনের কোন বদল হবে না বরং মাণ্ডির বাইরে বিক্রির জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা তৈরি হবে
এই আইনে কৃষকের বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনরকম	এই আইনে কৃষকের বিক্রিত দ্রব্যের মূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ নির্দেশিকা থাকবে

পরামর্শ প্রক্রিয়া

কৃষি নীতিতে সংস্কার ও পরিবর্তনের সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও ব্যক্তিদের সঙ্গে বিগত দু'টি দশক ধরে বিভিন্ন সরকারের পরামর্শ প্রক্রিয়া অব্যাহত থেকেছে

●শ্রী শঙ্করলাল গুরুর অধীনে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি (২০০০) অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন (১৯৫৫) বাতিল, প্রত্যক্ষ বা সরাসরি বিপণন ব্যবস্থা চালু করা ও বেসরকারী ক্ষেত্রের যোগদানের বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছে।

●এর পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্ক ফোর্স (২০০২) গঠিত হয় যার সুপারিশগুলির মধ্যে বিপণন ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন, এ পি এম সি আইনে সংস্কার এবং চুক্তি চাষকে উৎসাহ দেওয়া

●রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে পরামর্শে করে কৃষি বিপণনের বিষয়ে মডেল এ পি এম সি আইন (২০০৩) প্রণয়ন করা হয়েছে : ২০০৭ সালে মডেল এপি এম সি বিধিনিয়ম প্রণয়ন করা হয়েছে

পরামর্শ প্রক্রিয়া

- শ্রী এম. এস. স্বামীনাথন এর অধীনে গঠিত কৃষি সম্পর্কিত জাতীয় কমিশন- ২০০৬ বা ন্যাশনাল কমিশন অন এগ্রিকালচার সমন্বিত জাতীয় বাজারের প্রস্তাব দেয়।
- সকল রাজ্য সরকারের কৃষি বিপণন মন্ত্রীদের নিয়ে কমিটি বিস্তারিত পরামর্শের জন্য ২০১০ সালে একটি কমিটি গঠিত হয়।
- স্থানীয় বিচ্ছিন্ন বাজার ব্যবস্থার অপসারণ এবং কৃষি উৎপাদনের সর্বভারতীয় বাজার ব্যবস্থাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য নতুন আদর্শ কৃষিপণ্য ও পশুসম্পদ বিপণন আইন (এগ্রিকালচারাল প্রডিউস এন্ড লাইভস্টক মারকেটিং – এ. পি. এল. এম.) প্রণয়ন করা হয়েছে ২০১৭ সালে। এই আইনটি 5 টি রাজ্যে চালু হয়েছে
- কৃষি অধ্যাদেশ জারি করার(জুন ২০২০) পূর্বে রাজ্যগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও আলাপ আলোচনা করা হয়েছে
- **এক রাষ্ট্র এক বাজার ব্যবস্থা সম্বন্ধে সচেতনতা তৈরি ও কৃষক সম্প্রদায়, এফ.পি.ও. এবং সমবায় সমিতিগুলিকে সংবেদনশীল করার জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে**

পরামর্শ প্রক্রিয়া : সময়সারণী

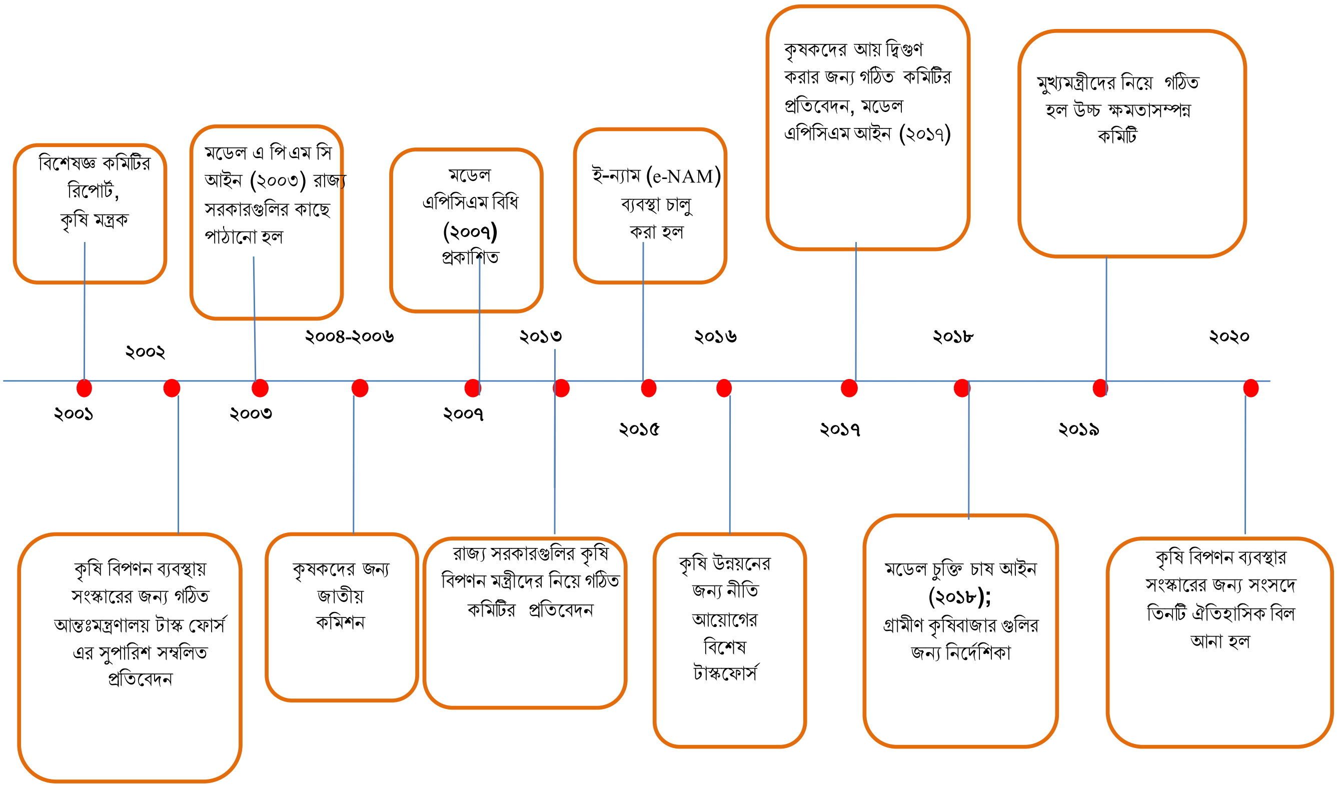

ধন্যবাদ